দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ ২৯ APR 2005
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ১

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভয়াবহ আবাসন সংকট নিরসনে বাস্তবসম্মত উদ্যোগ নেওয়া দরকার

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আবাসন সংকটের যে চিত্র গত সোমবার (২৭ এপ্রিল) ইত্তেফাকে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা এক কথায় ভয়াবহ। এমন কি দেখা যায়, প্রাচ্যের অক্সফোর্ড বলিয়া একদা খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি হলেই ধারণ ক্ষমতার কয়েক গুণ বেশি ছাত্র-ছাত্রী অবস্থান করিতেছে। ভরিয়া গিয়াছে ক্যাম্পাস-সংলগ্ন মসজিদ-মিলনায়তন প্রভৃতিও। ইহার পরও সর্বত্রই 'ঠাঁই নাই ঠাঁই নাই' অবস্থা। ছাত্র-ছাত্রীরা যেভাবে জীবনধারণ করিতেছে তাহার একমাত্র তুলনা চলে মধ্যপ্রাচ্য কিংবা আফ্রিকার কোনো শরণার্থী শিবিরের সাথে। তুলনা চলিতে পারে আমাদের কয়েদীভারাক্রান্ত কারাগারগুলির সাথেও। অবশ্য এই চিত্রটিও সামগ্রিক নহে। উক্ত প্রতিবেদনে শুধু রাজধানী ঢাকার বিশেষ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চিত্র তুলিয়া ধরা হইলেও ইহা হইতে দেশের অপরাপর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দুরবস্থা কিছুটা হইলেও আঁচ করা যায়। সেই চিত্রটি নিঃসন্দেহে আরও করুণ। আরও মর্মস্পর্শী। এই পরিবেশে বিদ্যা বা জ্ঞান অর্জন দূরে থাকুক, শিক্ষার্থীদের পক্ষে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকাও কঠিন। এ প্রসঙ্গে ইহাও ভাবিতে হইবে উচ্চ শিক্ষার নামে ডিগ্রিধারী বেকার তৈরি করার প্রয়োজনীয়তা আদৌ আছে কিনা।

আবাসন সংকটের কারণ বহুবিধ হইলেও তাহা দুর্বোধ্য নহে। সংশ্লিষ্ট সকলেই কমবেশি তাহা জানেন। প্রধান কারণটি হইল শিক্ষার্থীদের সংখ্যাস্ফীতি। বিগত বৎসরগুলিতে জনসংখ্যার সহিত পাল্লা দিয়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা হু হু করিয়া বৃদ্ধি পাইলেও হল বা ছাত্রাবাসের সংখ্যা সেইভাবে বাড়ে নাই। বাড়ানো কতোটা সম্ভব সেই প্রশ্নও উপেক্ষা করিবার মতো নহে। দেশের ২৪টি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্তমান শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় পৌনে দুই লক্ষ। তন্মধ্যে আবাসিক সুবিধা পায় মাত্র ৩৫ শতাংশ। বাদবাকি ৬৫ শতাংশ ছাত্র-ছাত্রীর আবাসিক চাহিদা পূরণ করা মোটেও চাট্টিখানি কথা নয়। এতো টাকা সরকার পাইবে কোথায়? শুধু অর্থই নয়, হল নির্মাণের উপযোগী ভূমির সংকটও ইতিমধ্যে চরম আকার ধারণ করিয়াছে রাজধানীসহ অধিকাংশ বড় শহরে।

পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যমান আবাসন সংকটকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে সেশন জট, ছাত্র সংগঠনের নামে বহিরাগতদের হল দখল এবং ছাত্রনেতা নামধারী একশ্রেণীর নীতিআদর্শহীন ব্যক্তির স্বেচ্ছাচারিতা। ইহাদের দাপটে প্রকৃত মেধাবী কিংবা অর্থনৈতিক বিবেচনায় যাহাদের অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হলে সিট পাওয়া উচিত তাহারা হলে সিট পান না। আবার যাহাদের রাজধানীতে একাধিক ঘরবাড়ি রহিয়াছে বা যাহারা সিট পাইবার উপযুক্ত নন, তাহাদেরও একটা অংশ সিট দখল করিয়া রাখেন বৎসরের পর বৎসর। সংকীর্ণ দলীয় স্বার্থে সংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয় বা কলেজ প্রশাসন কোনো নিয়মনীতির তোয়াক্কা না করিয়া ব্যতিক্রমহীনভাবে এই জবরদখলকারীদেরই পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া আসিতেছেন। তাই সরকার বদল হইলেও পরিস্থিতি অপরিবর্তিতই রহিয়া গিয়াছে।

কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলি হইল জ্ঞানচর্চার পীঠস্থান। দেশ ও জাতিকে নেতৃত্ব দিবার উপযোগী সুশিক্ষিত ও আদর্শবান বিশ্ব নাগরিক গড়িয়া তোলাই হইল এইসব প্রতিষ্ঠানের মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থের অব্যাহত তাণ্ডবে সেই পরিবেশ ক্রমেই উধাও হইয়া যাইতেছে। সামগ্রিকভাবে আমাদের শিক্ষাক্ষেত্রে যে দেউলিয়াপনা চলিতেছে বিদ্যমান আবাসন সংকটও তাহার অবিচ্ছেদ্য অংশ মাত্র। এই অবস্থার আশু পরিবর্তন না হইলে শিক্ষার পিছনে কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা ব্যয় করিয়াও কোনো সুফল মিলিবে বলিয়া মনে হয় না। শিক্ষাক্ষেত্রে দিনবদল করিতে হইলে যেমন স্বচ্ছ একটি নীতি দরকার, তেমনি দরকার দীর্ঘমেয়াদী ও সামগ্রিক একটি পরিকল্পনা। শিক্ষাক্ষেত্রে শৃঙ্খলা ফিরাইয়া আনিতে হইলে আমাদের রাজনৈতিক নেতৃত্বকে অবশ্যই দলীয় দৃষ্টিভঙ্গির ঊর্ধ্বে উঠিতে হইবে।

আবাসন সমস্যার আশু সমাধান দরকার। তবে সরকারের একার পক্ষে তাহা সম্ভব বলিয়া মনে হয় না। এইখানে সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ দরকার। দরকার ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের শর্তহীন সহায়তা ও সমর্থন। ইহা কোনো অসম্ভব প্রত্যাশা নহে। অতীতে এই দেশে যতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়িয়া উঠিয়াছে তাহার পিছনে ব্যক্তি বা সমাজের অবদানই বেশি। পাশাপাশি পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জনগণের অর্থনৈতিক অংশীদারিত্বও বাড়ানো উচিত। ইহাছাড়া জনগণের এই প্রতিষ্ঠানগুলিকে সফলভাবে টিকাইয়া রাখা ভবিষ্যতে আরও কঠিন হইয়া পড়িতে পারে। আমেরিকা বা ব্রিটেনের মতো দেশেও পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে এখন ক্রমবর্ধমান হারে নিজেদের আয়ের উপর নির্ভর করিতে হইতেছে। আমরা যদি লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করিয়া আমাদের সন্তানদের বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে বা মেডিক্যাল কলেজে পড়াইতে পারি, তাহা হইলে জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির পিছনে আমরা কেন কিছুটা বাড়তি অর্থ ব্যয় করিতে পারিব না? সার কথা হইল, শুধু আবেগ দিয়া এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নহে, প্রয়োজন বাস্তবসম্মত উদ্যোগ।